আজ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিয়ে বৈঠক শিলিগুড়িতে

স্টাফ রিপোর্টার, শিলিগুড়ি : চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিয়ে শনিবার শিলিগুড়িতে ফের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক। থাকবেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক, চা বণিকসভা এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি। এর আগে ন্যূনতম মজুরি নিয়ে ১৯টি বৈঠক ভেস্তে গিয়েছে। স্বভাবতই এদিনের বৈঠকের দিকে তাকিয়ে আছেন উত্তরের কয়েক লক্ষ চা শ্রমিক। প্রসঙ্গত রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১৮ টাকা বাড়িয়েছে। আগে মজুরি ছিল ২৩২ টাকা। এখন শ্রমিকরা পাচ্ছেন ২৫০ টাকা।

শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের উদ্যোগে গঠিত হয়েছে 'মিনিমাম ওয়েজ অ্যাডভাইজারি কমিটি'। ওই দিন উত্তরকন্যায় ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে বলা হয়েছিল চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার জন্য ওই কমিটি কাজ করবে। মজুরি ঘোষণা হলে চুক্তি অকার্যকর হবে। কিন্তু তারপর ১০ বছর কেটে গেলেও চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ হয়নি। কিন্তু সেটা না হলেও রাজ্য সরকার একলাফে ১৮ টাকা দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি করেছে। আগে মজুরি ছিল দৈনিক ২৩২ টাকা। সেটা বেড়ে হয়েছে ২৫০ টাকা। যদিও শ্রমিক সংগঠনগুলো রাজ্যের ওই পদক্ষেপে মোটেও খুশি নয়। তাদের দাবি, সামান্য মজুরি বাড়ালে চলবে না। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দিতে হবে। চা শ্রমিক সংগঠনের জয়েন্ট ফোরামের তরফে গোপাল প্রধান বলেন, "অবিলম্বে ন্যূনতম মজুরি চালু করতে হবে। ন্যূনতম মজুরি চালু না হওয়ার জন্য সরকারপক্ষ আমাদের দায়ী করছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা ত্রিপাক্ষিক বিষয়। আমরা একা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারব না।'' তিনি জানান, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রমিকদের দৈনিক ন্যূনতম মজুরি হওয়া উচিত ছয়শো টাকার বেশি। কেন রাজ্য ওই বিষয়ে পদক্ষেপ না করে সব দায় মিনিমাম ওয়েজ অ্যাডভাইজারি কমিটির উপরে চাপিয়ে দেবে? কার্যত ওই বিতর্কের জেরে এর আগে ১৯টি বৈঠক ভেস্তে গিয়েছে। এবার কি হয় সেটাই দেখার। বিরোধী শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বের অভিযোগ, শ্রমিকদের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। ২০১৫ সালে মালিক, শ্রমিক এবং শ্রম দপ্তরের প্রতিনিধিদের মধ্যে হওয়া চুক্তিতে বলা হয়েছিল ছয় মাসের মধ্যে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করবে রাজ্য। কিন্তু সেটা হয়নি। শ্রমিকরা এখন দিন প্রতি ২৫০ টাকা মজুরি পাচ্ছেন। পিএফ কেটে তাঁদের হাতে আসছে ২২০ টাকা মতো। আজকের দিনে এই টাকায় সংসার চালানো যায় না। শ্রম দপ্তরের কর্তারা অবশ্য ওই বিষয়ে মুখ খোলেননি।

নিম্নমানের রাস্তা, বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার, মালদহ : রাস্তা তৈরির কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার বাসিন্দারা। এই ঘটনা ঘিরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উত্তেজনা তৈরি হয় মালদহের মানিকচকের ভুতনি থানার অন্তর্গত দক্ষিণ চন্ডীপুর এলাকায়। অভিযোগ, সেখানে কাটা বাঁধের সংযোগকারী রাস্তা তৈরির কাজ নিম্নমানের হচ্ছে। এই কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলায় প্রতিবাদী এলাকাবাসীকে মারধর করে ঠিকাদারের লোকজন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, রাজ্য সরকার ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে। দক্ষিণ চন্ডীপুর কাটা বাঁধের অংশে গার্ডওয়াল-সহ রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। কিন্তু সেই রাস্তা তৈরি ও গার্ডওয়ালের কাজ নিম্নমানের হচ্ছে। গার্ডওয়ালের নিচের অংশের ঢালাইয়ে কোনও লোহার রড ব্যবহার করা হচ্ছে না। পরিবর্তে কাঠের মোটা মোটা গুঁড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে। তার উপরেই ঢালাইয়ের কাজ চলছে। এছাড়াও কাজে নিম্নমানের সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। যা দেখে স্থানীয়রা প্রতিবাদ করেন। এতেই ঠিকাদারের লোকজন প্রতিবাদকারীদের মারধর করে। এই ঘটনায় এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার রাতেই ভুতনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে।যদিও ঠিকাদারের প্রতিনিধিদের বক্তব্য, ''নিম্নমানের কাজের কোনও প্রশ্নই নেই। সিডিউল মেনেই কাজ হচ্ছে। আমরা কাউকে মারধর করিনি।''

ছিনতাই : ছিনতাইবাজদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব খোয়া গেল পুলিশকর্মীর স্ত্রীর। শক্তিগড় মেয়ের বাড়ি থেকে ফুলবাড়ি চুনাভাটি নিজের বাড়ি ফেরার সময়ই মাঝপথে ছিনতাইকারীদের খপ্পরে পরে ওই মহিলা গত ৯ এপ্রিল রাত ৮টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে তিনবাত্তি ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় বাইকে করে তাঁর পিছু নেয় তিন যুবক। ওভারব্রিজের কাছে দুস্কৃতিরা মহিলার কাছে থাকা ব্যাগটি নিয়ে চম্পট দেয়।

ধিক্কার

শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের প্রতিবাদে উত্তরের প্রতিটি জেলায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ পথে নামল। শুক্রবার সকালে বের হল ধিক্কার মিছিল। (উপরে) আলিপুরদুয়ার শহর, (পাশে) কোচবিহার শহর ও (নিচে) শিলিগুড়ি শহরে ছবিগুলো তুলেছেন সামু দাস, বিশ্বদীপ সাহা ও কল্পনা সূত্রধর।

কল বসলেও জল কই! সঙ্কট কালচিনিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : ২০০৯ সালে জলের ট্যাঙ্ক তৈরি হয়েছে। সেই ট্যাঙ্ক থেকে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য পাইপ লাইনও পাতা হয়েছে। কোনও কোনও বাড়িতে বসানো হয়েছে কলও। কিন্তু কলে জল আসছে না। যার জন্য এত কোটি কোটি টাকা খরচ, সেই জলের দেখা নেই। ফলে কালচিনি ব্লকের চুয়াপাড়া চা-বাগানের মানুষেরা তীব্র জল কষ্টে ভুগছেন। চা-বাগান কর্তৃপক্ষ সপ্তাহে একদিন জল দিচ্ছেন। সেই জলে সপ্তাহে একদিন স্নান করতে পারছেন চা-বাগানের বাসিন্দারা বলে অভিযোগ। আর এই জল কষ্ট দূর করতে শুক্রবার জেলা শাসকের দপ্তরে প্ল্যাকার্ড ফেস্টুন হাতে বিক্ষোভ দেখালেন চুঁয়াপাড়া চাবাগানের বাসিন্দারা।

এদিন জেলাশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপিও জমা দিয়েছেন এই চাবাগানের বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা গুলশন মিঞ্জ বলেন, "এত কোটি কোটি টাকা খরচ করে জল প্রকল্প হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী টাকা দিয়েছেন। কিন্তু সেই প্রকল্পের সুবিধে আমরা পাচ্ছি না। চাবাগান থেকে একদিন জল দেওয়া হয়। কিন্তু এই গরমে সেই জলে আমাদের চলে না। আমি এক সপ্তাহ থেকে স্নান করতে পারছি না। পান করার জল নেই। এই সমস্যার দ্রুত সমাধান চাই আমরা।'' এই চা-বাগানের আরেক বাসিন্দা মিনা ওরাওঁ বলেন, "পাম্প তৈরি, পাইপ পাতা সব কাজ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু জল আসছে না। কখনও ফোঁটা ফোঁটা করে জল আসে। কিন্তু সেই জল বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছায় না। ফলে নোংরা ড্রেনের উপর পাইপ ফাটিয়ে কেউ কেউ সামান্য জল নিচ্ছে। এভাবে নোংরা ড্রেন থেকে জল এনে খাচ্ছি আমরা। সবাইকে বলার পরেও সমস্যার কোনও সমাধান হচ্ছে না।"

বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসক আর বিমলা বলেন, "যেখানে যেখানে আমরা পানীয় জল নিয়ে অভিযোগ পেয়েছে সব এলাকাতেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এখন কিছুটা বৃষ্টি হয়েছে। ভূগর্ভস্থ জল রিচার্জ হয়েছে। কিছুটা সমস্যা মিটে যাবে।"

উত্তর জুড়ে বজ্রপাতের সতর্কতা, গৌড়বঙ্গে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা

স্টাফ রিপোর্টার, শিলিগুড়ি : উত্তরে বজ্রপাতের বিপর্যয় নিয়ে সতর্ক করলো আবহাওয়া দপ্তর। প্রসঙ্গত, ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতে বিহার ও উত্তর প্রদেশে প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ৫৮ জন। বুধবার রাতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়া এলাকায় টহল দেওয়ার সময় বাজ পড়ে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর এক জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। উত্তরের প্রতিটি জেলায় শনিবার পর্যন্ত বজ্র-বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের 'কমলা' সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পরামর্শ, ঝড়বৃষ্টির সময় কেউ যেন বাইরে না থাকেন।

কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের সিকিম কেন্দ্রের অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলেন, ''উত্তর-পূর্ব বিহার এবং উত্তর বাংলাদেশের উপরে একটি করে উচ্চচাপ বলয় তৈরি হয়েছে। এর ফলে প্রচুর জলীয় বাষ্প বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে স্থলভাগে ঢুকছে। তাই ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বজ্রপাতের ঘটনাও বাড়বে।" শুক্রবার সকালের পর থেকে দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ে বৃষ্টি চলছে। সমতলের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সকালে ঠান্ডা অনুভব হলেও বেলা বাড়তে ভ্যাপসা গরমের অসহ্যতা বেড়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের কর্তারা জানান, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় ওই পরিস্থিতি হয়েছে। এর ফলে বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়ে শুক্রবার রাত থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং পাহাড়ে। সোমবারের পর থেকে আবার আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে। কারণ, বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপ পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থান করছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় এটি উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থান করবে। মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় এটি ক্রমেই শক্তি ক্ষয় করবে। তবে পাহাড়ে ঝড়বৃষ্টি চলবে বুধবার পর্যন্ত।

এদিকে দুই দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে ৫০ কিলোমিটার থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে বজ্র-বিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা ও মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। আজ, শনিবার দার্জিলিং পাহাড়েও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বজ্র-বিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় বাতাস বইবে।

ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি : মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জে! বৃহস্পতিবার রাতে খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জের দেওয়ানভিটায় এক মহিলার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়! মৃতের নাম সন্ধ্যারানী বালা। বুড়াগঞ্জে দেওয়নভিটার বাসিন্দা। বাড়ির গোয়ালঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় মহিলাকে দেখতে পান তাঁর স্বামী। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। পরে মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।

মা ঝুলছে সিলিং থেকে, ঘুম ভেঙে দেখল একরত্তি

স্টাফ রিপোর্টার, শিলিগুড়ি : সকালে ঘুম ভাঙতেই একরত্তিটি চোখের সামনে দেখতে পায় মা গলায় ফাঁস লাগিয়ে সিলিং থেকে ঝুলছে। আতঙ্কে তাড়াতাড়ি উঠে বিছানায় বসেই চিৎকার শুরু করে দেয়। তার চিৎকার শুনে ছুটে আসেন আশেপাশের লোকজন। আর এসে ওই দৃশ্য দেখে আঁতকে ওঠেন সকলে। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় থানায়। নিউ জলপাইগুড়ি থানায় পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। খবর দেওয়া হয় ওই তরুণীর স্বামী ও বাবাকে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত তরুণীর নাম পিঙ্কি রায় (৩২)। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে ফুলবাড়ির ব্যাটেলিয়ান কোয়ার্টার হাউসিংয়ে। সেখানেই সপরিবারে ভাড়া থাকতেন ওই তরুণী। তবে এটি আত্মহত্যা নাকি খুন, তা তদন্ত সাপেক্ষ বলে পুলিশ জানিয়েছে। যদিও ঘটনাস্থল থেকে কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়নি।

জানা গিয়েছে, পিঙ্কি রায় তাঁর স্বামীর সঙ্গে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই ছিলেন। তারপরও এমন ঘটনা ঘটায় হতবাক প্রতিবেশীরা। পিঙ্কির স্বামী গ্রিলের কাজ করেন। তিনি বৃহস্পতিবার রাতে বাড়িতে ছিলেন না। এদিকে অন্যদিনের মতোই এদিনও খাওয়াদাওয়া করে ছেলেকে নিয়ে শুতে যান পিঙ্কি। তারপর কখন এমন কান্ড ঘটেছে, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তরুণীর বাবা প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য খগেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ''ওদের কোনও সমস্যা ছিল না। তবু কেন যে এমন করল বুঝতে পারছি না। আমাদেরও কিছু বলেনি।'' ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

ঘুঘুর বাসা হয়েছে পিএফ দপ্তর, আন্দোলনের ডাক মলয়, ঋতব্রতর

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : পিএফএর টাকা আত্মসাৎ করা মালিকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে চাইছে রাজ্য সরকার। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্ত এই দপ্তর মালিকপক্ষকে আড়াল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শুক্রবার চা শ্রমিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে পিএফ দপ্তর অভিযানে এসে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানলেন সাংসদ তথা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকও। ঋতব্রতর অভিযোগ, ঘুঘুরবাসায় পরিণত হয়েছে পিএফ দপ্তর। তথ্য চাইলে পাওয়া যায় না। শ্রমিকদের পিএফের টাকা আত্মসাৎ করেও পার পেয়ে যাচ্ছে মালিকপক্ষ। রাজ্য সরকার চাইলেও তথ্যের অভাবে পদক্ষেপ করতে পারছে না। শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, পিএফ অফিস দিল্লির সরকার পরিচালনা করে। এই অফিসের ভিতরেই দালাল রয়েছে। যারা শ্রমিকদের কাছ থেকে কাজ করে দেওয়ার নাম করে টাকা দাবি করে। এদের চিনিয়ে দিলে পদক্ষেপের আশ্বাস দেন মন্ত্রী।

এদিন জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি পাড়া থেকে তৃণমূল চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের সদস্যরা পদযাত্রা শুরু করেন। সেখান থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতানেত্রী-সহ সাংসদরা মিছিলে হাঁটেন। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ সভার সাংসদরা প্রকাশ চিক বড়াইক, সামিরুল ইসলাম ও আইএনটিটিইউসির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি তপন দে, আলিপুরদুয়ারের জেলা বিনোদ মিঞ্জ, জলপাইগুড়ি তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহুয়া গোপ সহ অন্যান্যরা। জলপাইগুড়ি রিজিওনাল পিএফ অফিস ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ নেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক, রাজ্যসভার দুই সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রকাশচিক বরাইক, আদিবাসী অনগ্রসর উন্নয়ন মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক সহ দুই জেলার নেতানেত্রীরা। পরে পিএফ কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন তাঁরা। জলপাইগুড়ি রিজিওনাল পিএফ কমিশনার পবনকুমার বনসাল বলেন, ''আমরা কাজ করছি। যারা পিএফ জমা করছেন না, তাদের বিরুদ্ধে আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করছি। ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে।'' **ছবি : সুবীর এস**

'নিখোঁজ' পদ্ম বিধায়ক, পোস্টার মালদহে

স্টাফ রিপোর্টার, মালদহ: একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর প্রায় চারটি বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। দোরগোড়ায় ছাব্বিশে আর একটি বিধানসভা নির্বাচন। কিন্তু একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর দীর্ঘ প্রায় চার বছর ধরে এলাকায় দেখা যায়নি বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরিকে। বারেবারে এমনই অভিযোগ তুলে বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মালদহের ইংলিশবাজার বিধানসভা এলাকার বাসিন্দারা। শুক্রবার সকালে ফের সরগরম হয়ে ওঠে মালদহের রাজনীতি। এদিনই দলের পৃথক দুই কর্মসূচিতে যোগ দিতে মালদহে আসেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এর মধ্যেই বিধায়কের নামে নিখোঁজ পোস্টারে ছেয়ে যায় গোটা শহর। সেই পোস্টারেই সৌজন্যে বলে নিচে লেখা রয়েছে 'ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যবৃন্দ'। ফলে বিষয়টি নিয়ে বিজেপি শিবিরেও গুঞ্জন শুরু হয়েছে। একটি-

দু'টি নয়, শহরের ফোয়ারা মোড় থেকে অতুল মার্কেট, স্টেশন রোড, রাজমহল রোড, ঝলঝলিয়া, মকদমপুর-সহ গোটা শহরজুড়েই এই পোস্টার পড়েছে। শুধু তা-ই নয়, এই পোস্টার পড়েছে শহরের পুড়াটুলি এলাকায়, সেখানেই রয়েছে জেলা বিজেপির সদর দপ্তর। তবে কে বা কারা, এই পোস্টার লাগিয়েছে তা জানা যায়নি। তবে বিজেপির একাংশের অভিযোগ, তৃণমূলের লোকজন এই কাজ করেছে। পাল্টা তৃণমূলের দাবি, একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর বিধায়ক শ্রীরূপাকে এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়নি। এটি বিজেপির একাংশের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে। এর আগেও শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরির ছবি দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'নিখোঁজ' পোস্টার পড়েছে মালদহে। তারপরেও অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি বলে গেরুয়া শিবির থেকেই অভিযোগ শোনা যায়। তৃণমূল নেতা আশিস কুণ্ডু বলেন, ''কোনও বিপদেই ইংলিশবাজার বিধানসভার বিজেপি বিধায়কের দেখা মেলে না। বিজেপি নেতা-কর্মীরাও তাঁর খোঁজ পান না। তাঁর বিরোধী গোষ্ঠী এই পোস্টার লাগিয়েছে।'' যদিও এই বিষয়ে বিধায়কের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। বিজেপির জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, ''এটা তৃণমূলের নোংরা রাজনীতি। তৃণমূলের লোকজন এই পোস্টার লাগিয়েছে।''

অগ্নিবিধি উড়িয়ে পাহাড়ে রেস্তোরাঁ, উদ্বিগ্ন দমকলমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, শিলিগুড়ি : শৈলশহরে পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে। প্রচুর হোটেল-রেস্তোরাঁ গড়ে উঠছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে অগ্নি নির্বাপণের নিয়ম মানা হচ্ছে না। ফায়ার লাইসেন্স নিচ্ছেন না অনেকে। শুক্রবার ক্রমশ জতুগৃহ হয়ে ওঠা দার্জিলিং শহরে দাঁড়িয়ে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। এদিন তিনি দার্জিলিং সার্কিট হাউসে জেলা পুলিশ, প্রশাসন, দমকল, পূর্ত, জিটিএ, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক শেষে ওই উদ্বেগের কথা জানান। পাশাপাশি দমকল, পুলিশ, পুরসভা ও প্রশাসনের কর্তাদের নজরদারি এবং ফায়ার অডিট বাড়নোর নির্দেশ দেন। দমকল মন্ত্রী বলেন, ''দার্জিলিংয়ে ভিড় বাড়ছে। এখানে প্রচুর হোটেল ও রেস্তোরাঁ হচ্ছে। কিন্তু অনেকেই নিয়ম মানছেন না। ফায়ার লাইসেন্স নিচ্ছেন না। এটা নিরাপত্তার প্রয়োজনেই দরকার।'' এরপরই তিনি দমকল, পুলিশ, পুরসভা ও প্রশাসনের কর্তাদের নজরদারি এবং ফায়ার অডিট বাড়নোর নির্দেশ দেন। মন্ত্রী জানান, ছোট রেস্তোরাঁগুলো অনলাইনে ফায়ার লাইসেন্স পাবে। সুখিয়াপোখরিতে দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার বিষয়ে প্রস্তুতি অনেকটাই এগিয়েছে। এদিনের বৈঠকে সোনাদা ও তাগদায় দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব এসেছে। মন্ত্রী জমি দেখার জন্য প্রশাসনের কর্তাদের নির্দেশ দেন। এদিনের বৈঠকে ছিলেন দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল, জেলা পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ, মহকুমাশাসক রিচার্ড লেপচা, জিটিএ সচিব সুদেন ট ভুটিয়া, পূর্ত দপ্তর ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের ইঞ্জিনিয়ার প্রমুখ। বৃহস্পতিবার কার্শিয়াংয়ে দমকল বিভাগের অফিসার এবং বন দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। সেখানে তিনি ডাউহিল জঙ্গলেও যান। কয়েকদিন আগে জঙ্গলে ধারাবাহিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খোঁজ নেন। জঙ্গলে আগুন লাগার ঘটনা ঘটলে তার মোকাবিলা কীভাবে করা যায়, সেই ব্যাপারেও দমকল ও বন বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। শুক্রবার দার্জিলিং শহরের দমকল কেন্দ্র ঘুরে দেখেন তিনি। পরে জানান, এটা পুরনো বাড়ি। জরাজীর্ণ দশা হয়েছে। জল জমে। পূর্ত দপ্তরকে এস্টিমেট জমা দিতে বলা হয়েছে।

মার, তিরে বিএসএফ

কোচবিহার : মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী এক যুবককে মারধর করার অভিযোগ বিএসএফের বিরুদ্ধে উঠেছে। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটার শালমারা গ্রাম পঞ্চায়েতের গরালজোড়া এলাকায়। আহত শিবু বর্মন নামের সেই যুবককে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। আহত সেই যুবকের দিদি স্বপ্না বর্মন অভিযোগ করে বলেন, তাঁর ভাই মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সময় বিএসএফ তাঁকে মারধর করেছে। এই ঘটনা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র জানান, এই ধরনের একটি অভিযোগ এসেছিল। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। যদিও বিএসএফের পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

নাবালিকা উদ্ধার

শিলিগুড়ি : বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায় এক ১৫ বছরের নাবালিকা। অপহরণের অভিযোগ ওঠে তার পরিচিত ১৯ বছর বয়সী এক যুবকের বিরুদ্ধে। চলতি মাসের ৫ তারিখ ফুলবাড়ির বাসিন্দা সুমন বর্মনের সঙ্গে ওই নাবালিকা বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। তদন্তে নেমে পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে তিনবাত্তি মোড় এলাকা থেকে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে ও নাবালিকাকে উদ্ধার করে পুলিশ।

প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি

ICICI Bank

শাখা অফিস : আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, বিপি-৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ৪র্থ ফ্লোর, সেক্টর-৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৯১
সিআইএন নং : এল৬৫১৯০জিজে১৯৯৪পিএলসি০২১০১২, www.icicibank.com

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল-৩-এর সহিত পঠিত ১৩ (১২) ধারার অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্ন স্বাক্ষরকারী (দেওয়ান হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের অর্পিত অন্তর্নিহিত পুলে) প্রদত্ত গৃহঋণ সুবিধার ক্ষেত্রে, জামানত প্রয়োগের ক্ষেত্রে, ডিএইচএফএল এবং ঋণগ্রহীতার মধ্যে প্রদত্ত একটি ঋণ চুক্তি অনুসারে উক্ত বিজ্ঞপ্তিগুলি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিগুলিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতাগণকে আহ্বান জানিয়ে ডিমান্ড বিজ্ঞপ্তিগুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা অর্থাঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮-এর সহিত পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ১৩ (৪) ধারার অধীনে তার পুং/স্ত্রী উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন। নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তির সঙ্গে লেনদেন না করতে বলা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন করলে তা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের চার্জসাপেক্ষ হবে।

ক্রঃ নং	ঋণগ্রহীতা (গণ) নাম/ লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	সম্পত্তির বিবরণ/প্রতীকী দখলের তারিখ	ডিমান্ড বিজ্ঞপ্তির তারিখ / ডিমান্ড বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাংক (টাঃ)	শাখার নাম
১.	ঋণগ্রহীতা মুরলীওয়ালা মিনারেলস প্রাঃ লিঃ ও (জামিনদাতা), মুরারীপ্রসাদ সিনহা ও অজয় বাগাড়িয়া এবং (বন্ধকদাতা) অজয় বাগাড়িয়া/ অজয় বাগাড়িয়া ও মুরারীপ্রসাদ সিনহা ডিরেক্টর্স-এর দ্বারা প্রতিনিধিত্বে ৩৯, গোশালা রোড পাচাম্বা ঝাড়খণ্ড গিরিডি -৮১৫৩১৬/ 063105001222	প্লট নং ১৩৪৪, খাতা নং ১৮৭, খেওয়াত নং ১, তৌজি নং ১৫/১১, হালকা নং ৮, মৌজা জারিয়াডিহি, গড়হিখাড়াবারি, পরগণা খড়গডিহি, থানা নং ১০৪, থানা গিরিডি (এম) ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট গিরিডি, ঝাড়খণ্ড (১১ ডেসিমেল মাপের একটি এরিয়া)/ প্রতীকীর তারিখ : ০৭/০৪/২০২৫	১৮/১১/২০২৪ টাঃ ৬০,৯৯,৯০৪.৩৯/-	গিরিডি (ঝাড়খণ্ড)
২.	ঋণগ্রহীতা অরুণা হার্ডওয়্যার ও (জামিনদাতা), রিপন সেখ ও ফিরদৌসা বিবি এবং আবদুস সালাম ও (বন্ধকদাতা) আবদুস সালাম/ রিপন সেখ-এর দ্বারা প্রতিনিধিত্বে কসবা গোয়াস ইসলামপুর রানিনগর-১ বিডিও অফিসের নিকটে মুর্শিদাবাদ-৭৪২৩০৪/ 455905000001	দাগ নং ৬১২, সাবেক খতিয়ান নং ১১১৬, হাল খতিয়ান নং ২৭৬, মহল মৌজা কসবা গোয়াস, হাল তৌজি নং ৮, থানা ইসলামপুর, এ ডি এস আর ও গোয়াস, বি এল আর ও পঃ বঃ জেলা মুর্শিদাবাদ (৩১/৩ ডেসিমেল মাপের একটি এরিয়া)/ প্রতীকীর তারিখ : ০৭/০৪/২০২৫	০১/০৭/২০২৪ টাঃ ৫০,৯৮,৪৪৩.০০/-	মুর্শিদাবাদ
৩.	ঋণগ্রহীতা খান এন্টারপ্রাইজ ও (জামিনদাতা), মহঃ সাবির আহমেদ ও মহঃ নজরুল ইসলাম ও (বন্ধকদাতা) মহঃ নজরুল ইসলাম/ মহঃ সাবির আহমেদ-এর দ্বারা প্রতিনিধিত্বে পূর্বপাড়া কাপাসডাঙা বেলডাঙা-৭৪২১৩৩/ 090205022367	দাগ নং ১৪৫৭, ১৪৬৪, ১৪৫৯, ১৭৬৫, ১৭৬৩ সাবেক খতিয়ান নং ৭০৪, ২৫৯৮, ৩৩৪৬, কে বি ৬২২, ২৩৯৯, ৩০৯০, ৬৮২৬, কৃঃ হাল ১৩৪৫৯, মৌজা নং ১২৫, কাপাসডাঙা, তৌজি নং ১৭, এ ডি এস আর অফিস বেলডাঙা, থানা বেলডাঙা জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ (৫.০৭৩ শতক মাপের একটি এরিয়া)/ প্রতীকীর তারিখ : ০৭/০৪/২০২৫	০২/০৮/২০২৪ টাঃ ৫২,৫৪,৭৬০/-	মুর্শিদাবাদ

এতদ্বারা উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) অর্থাংক পরিশোধ করতে ৩০ দিনের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন মেয়াদ শেষের পর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর সংস্থান অনুযায়ী রুল ৮ ও ৯-এর অধীনে, বন্ধকী সম্পত্তিগুলি বিক্রয় করা হবে।

তারিখ : এপ্রিল ১১, ২০২৫
স্থান : দুর্গাপুর ও মুর্শিদাবাদ

অনুগতভাবে অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পক্ষে

প্রতীকী দখলের বিজ্ঞপ্তি

ICICI Bank

শাখা অফিস: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, বিপি-৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফোর্থ ফ্লোর, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৯১।
সিআইএন নম্বর: L65190GJ1994PLC021012, www.icicibank.com

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকন্সট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী, ২০০২-এর নিয়ম ৩-এর সঙ্গে পঠিত ধারা ১৩(১২) থেকে পাওয়া ক্ষমতা অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থরাশি পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতা(গণ)কে জানিয়ে দাবির বিজ্ঞপ্তিগুলি জারি করেছিলেন।
ঋণগ্রহীতা সেই অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাকে বিশেষ করে এবং সঙ্গে সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী ২০০২-এর নিয়ম ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা ১৩(৪) মেনে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন। এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট করে এবং সাধারণ জনগণকে উক্ত সম্পত্তির সঙ্গে লেনদেন না করতে বলা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তির সঙ্গে কোনও রকম লেনদেন আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চার্জসাপেক্ষে হবে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর নাম/ ঋণের অ্যাকাউন্ট নম্বর	সম্পত্তির বিবরণ/ প্রতীকী দখলের তারিখ	দাবির বিজ্ঞপ্তির তারিখ/ দাবির বিজ্ঞপ্তির মূল্য (টাকায়)	শাখার নাম
১.	মা উমা ড্রাগ এজেন্সি/ অভিজিৎ বণিক/ প্রণব কুমার বণিক/ এইচ/১০৬/১, এস.এস মার্কেট, শিলিগুড়ি জিনি জনির নিকটে জেলা দার্জিলিং পশ্চিমবঙ্গ শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১/ LBSGI00006287397/ TBJPI00006263197	মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১০৬/১, "ব্রজেন্দ্র ট্রেড সেন্টার", শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, দুটি দোকান বেসমেন্ট ফ্লোরে রয়েছে, আর.এস প্লট নং ৮৮১১, আর.এস খতিয়ান নং ৪৬২৯, তৌজি নং ৩ (জেএ), জে.এল নং ১১০ (৮৮), আর.এস শিট নং ১৬, ওয়ার্ড নং ১১, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, মৌজা শিলিগুড়ি, পরগনা বৈকুণ্ঠপুর, ব্লক শিলিগুড়ি, পোস্ট থানা এবং সাব ডিভিশন শিলিগুড়ি, রেজিস্ট্রি অফিস: এ.ডি.এস.আর. অফিস শিলিগুড়ি ১, জেলা দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ (২টি (দুই) দোকান ঘর প্রেমিসেস এলাকার পরিমাপ (২০৯.৫৮+১৮১.৯০)= ৩৯১.৪৮ বর্গফুট সাথে জমির আনুপাতিক ভাগ রয়েছে/ প্রতীকী দখলের তারিখ: ০৮.০৪.২০২৫	ডিসেম্বর ২৩, ২০২৪ ৩৯,৪৫,৩১০.৭০ টাকা	শিলিগুড়ি
২.	দুর্গা নন্দ মিশ্র/ শিব কান্ত মিশ্র/ ফ্ল্যাট নং ৪সি, ব্লক এফ, যুগ কল্পতরু অ্যাপার্টমেন্ট, পড়ি কুপ্পাম কোয়েমবেড়ু তামিলনাড়ু চেন্নাই- ৬০০১০৭/ LBSGI00005624694	"অঞ্জনি অ্যাপার্টমেন্ট" আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩০৫, থার্ড ফ্লোরে অবস্থিত, ব্লক "এফ", আরএস প্লট নং ২১৩৯/৩৬৩৪, আর.এস খতিয়ান নং ১৭৩, মৌজা শিলিগুড়ি, জে.এল নং ১১০(৮৮), পরগনা বৈকুণ্ঠপুর, থানা শিলিগুড়ি, সন্তোষী নগর রোড, ওয়ার্ড নং ৫, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, সাব ডিভিশন শিলিগুড়ি, জেলা দার্জিলিং, পিন ৭৩৪০০৫, পশ্চিমবঙ্গ (পরিমাপ ১১৯০ বর্গফুট, এই পরিমাপটি সিঁড়ি ও ল্যান্ডিংস- এর আনুপাতিক ভাগ এবং ২০% সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং সাধারণ এলাকা অন্তর্ভুক্ত) এবং সাথে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক ভাগ রয়েছে/ প্রতীকী দখলের তারিখ: ০৮.০৪.২০২৫	ডিসেম্বর ২৬, ২০২৪ ২৩,২৩,৫৪২.৬৮ টাকা	চেন্নাই/ শিলিগুড়ি
৩.	প্রীতি গুপ্ত/ আশা কুমারী/ রাকেশ প্রসাদ/ ওয়ার্ড নং ৪১, সেবক রোড সেকেন্ড মাইল বানসাল ওয়্যার হাউস ১- এর নিকটে, জ্যোতি নগর, জেলা জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১/ LBSGI00006008671/ LBSGI00006008686/ LBSGI00006056563	প্লট নং ২৯১, খতিয়ান নং ৬১/৫, জে.এল নং ৮৫ (১০৭), তৌজি নং ৯১, ওয়ার্ড নং ৪৬ শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, থানা মাটিগড়া, মৌজা মন্ডলাগুড়ি, পরগনা পাথরঘাটা, সাব-ডিভিশন শিলিগুড়ি অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার শিলিগুড়ি ২, বাগডোগরা, জেলা দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ পরিমাপ ২ কাঠা ৮ ছটাক বা ০.০৪১ একর/ প্রতীকী দখলের তারিখ: ০৮.০৪.২০২৫	নভেম্বর ১৩, ২০২৪ ৫৫,৮৬,১০৪.৬২ টাকা	শিলিগুড়ি

এতদ্বারা উপরে উল্লেখ করা ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা(গণ)কে বকেয়া অর্থরাশি ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হচ্ছে, অন্যথায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী ২০০২-এর নিয়ম ৮ ও ৯ মেনে, বন্ধকী সম্পত্তিগুলি বিক্রয় করা হবে।

তারিখ: এপ্রিল ১১, ২০২৫
স্থান: শিলিগুড়ি

অনুগতভাবে অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী,
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পক্ষে